বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

৪০, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

মামলা নং-৬/২০১৯

জনাব মতিউর রহমান বিকম ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিউ অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলস্ লি: টঙ্গী শিল্প নগরী, ডাকঘর: মন্নুনগর টঙ্গী গাজীপুর।	ফরিয়াদি

বনাম

১। জনাব ইমদাদুল হক মিলন সম্পাদক, দৈনিক কালের কণ্ঠ ২। জনাব মোস্তফা কামাল ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক দৈনিক কালের কণ্ঠ ৩। জনাব লায়েকুজ্জামান সিনিয়র রিপোর্টার দৈনিক কালের কণ্ঠ	প্রতিপক্ষ

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ :

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ	চেয়ারম্যান
২। জনাব মোজাফফর হোসেন পল্টু	সদস্য
৩। জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী	সদস্য

ফরিয়াদি	: উপস্থিত
প্রতিপক্ষ	: উপস্থিত
শুনানির তারিখ	: ১৬/০৯/২০২০খ্রি:
আদেশের তারিখ	: ০৫/১০/২০২০খ্রি:

রায়

ফরিয়াদির আর্জি:

ফরিয়াদি নিবেদন করেন যে, নিউ অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলস লিঃ, টঙ্গী শিল্প এলাকা, টঙ্গী, গাজীপুর এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং আরো নিবেদন করেন যে, ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায়/সংবাদপত্রে উপরোক্ত শিরোনামের/প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে তাকে জনসমক্ষে সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিপক্ষগণ দৈনিক কালের কণ্ঠের যথাক্রমে সম্পাদক, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, প্রকাশক এবং প্রতিবেদক। "গত ২৮/১০/২০১৯ তারিখ সোমবার প্রতিপক্ষগণের দৈনিক পত্রিকা কালের কণ্ঠের প্রতিবেদক জনাব লায়েকুজ্জামান এর "টঙ্গীর শ্রমিকলীগ নেতা মতির এত সম্পদ!" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রতিবেদনটি ছিল সম্পূর্ণ ভূয়া, ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও বানোয়াট। এর মাধ্যমে অভিযোগকারীর সুনাম ও ভাবমূর্তি ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ন করা হয়। অভিযোগকারী ২৯/১০/২০১৯

তারিখে এক পত্রের মাধ্যমে এ অসত্য সংবাদের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে প্রতিবাদটি ছাপানোর জন্য ১নং প্রতিপক্ষকে অনুরোধ করেন। উল্লেখ্য যে, ২৯/১০/২০১৯ তারিখের প্রতিবাদ রেজিস্ট্রি ডাকে কুরিয়ারে ও ই-মেইলে ১নং প্রতিপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করা হলেও তা কালের কণ্ঠে প্রকাশিত হয়নি। ৩১/১০/২০১৯ তারিখে অভিযোগকারী একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদলিপি পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে কালের কণ্ঠের প্রথম পৃষ্ঠায় পূর্বে প্রকাশিত প্রতিবেদনের মত সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশের জন্য ১নং প্রতিপক্ষকে অনুরোধ করেন যা নিম্নরুপঃ-

ফরিয়াদির প্রতিবাদলিপি নিম্নরূপ হুবহু ছাপানো হলোঃ-

"গত ২৮/১০/২০১৯ তারিখ সোমবার আপনার বহুল প্রচারিত কালের কণ্ঠ পত্রিকার ১ম ও ৭ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত **"টঙ্গীর শ্রমিক নেতা মতির এতো সম্পদ**" শিরোনামে প্রকাশিত মিথ্যা, ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং অতিরঞ্জিত প্রতিবেদনের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। আমি তাৎক্ষণিকভাবে ২৯/১০/২০১৯ তারিখে উক্ত সংবাদের প্রতিবাদ করে আপনার পত্রিকায় প্রতিবাদটি ছাপানোর জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু আমি অনুধাবন করছি যে, এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ এহেন মিথ্যা সংবাদ খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই অত্র প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করছি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, আওয়ামীলীগের রাজনৈতিক ক্ষমতা আমাকে ধনে মানে ক্ষমতায় কানায় কানায় পূর্ণ করে দিয়েছে। টঙ্গীতে আমার একাধিক গগনচুম্বি অট্টালিকা, নামে-বেনামে রয়েছে একাধিক ভূ-সম্পদ, টঙ্গী বিসিক শিল্প মালিকদের কাছে এক জ্বলজ্যান্ত ত্রাসের নাম বিকম মতি, বিসিক শিল্প এলাকায় দাবড়ে বেড়ায় তার নিজস্ব সন্ত্রাসী বাহিনী যাদের কাছে জিম্মি শিল্প মালিক। প্রতিবেদনের এসব বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক। আমার নাম মতিউর রহমান শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে আমার নামের সাথে বিকম শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আমি বিগত প্রায় ৪৫ বৎসর যাবৎ টঙ্গী শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক রাজনীতির সাথে জড়িত, আমি তৃণমূলের শ্রমিক রাজনীতি থেকে শুরু করে শ্রমিক লীগের টঙ্গী আঞ্চলিক শাখার সদস্য হয়েছি। আমার বিলাসবহুল গাড়ী, অট্টালিকা, ভূ-সম্পদ ইত্যাদির মনগড়া বিবরণ দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমি ১২ বৎসর আগে ক্রয় করা (ঢাকা মেট্রো গ ২৩-৬৩১২-১২০৮/১৫০০) একটি গাড়ির মালিক, এ ছাড়া আমার আর কোনো গাড়ি নাই। তাছাড়া আমার ২টি মাত্র বাড়ি রয়েছে যা পৈত্রিক সম্পত্তির উপর নির্মিত। এর একটি হলো মতিমহল যা ৪ তলা ভবন এবং অপরটি ৭ তলা ভবন যা আমার আয়কর নথিতে প্রদর্শিত আছে। টঙ্গী শিল্পাঞ্চলের কোনো শিল্প মালিক প্রতিবেদনে বর্ণিত মর্মে আমার নিকট জিম্মি, তৎমর্মে কোনো প্রমাণ কেউ উপস্থাপন করতে পারবে না। কর্মসূচির জন্য কারো কাছে টাকা চাইনি কিংবা কারো কাছে আমার ছেলেদের পাঠাইনি। শৈশব, কৈশোর ও যৌবনে আমি অতি দারিদ্র্যের মধ্যে ছিলাম এই বক্তব্যও সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমার নিজস্ব পৈত্রিক জমিতে আমি জন্মলাভ করেছি এবং বেড়ে উঠেছি এবং সেখানেই ২টি বহুতল ভবন নির্মাণ করেছি। আমি কখনোই হাসান উদ্দিন সরকারের ঘনিষ্ঠ হয়ে রাজনীতি করিনি বরং শ্রমিক স্বার্থে স্বচ্ছ রাজনীতি করেছি। তবে এখনো আপনাদের প্রতিবেদনে বর্ণিত মতে টঙ্গী আঞ্চলিক শ্রমিক লীগের সভাপতি হইনি। নিউ অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলস লিঃ আমার এবং মিলের সকল শ্রমিকের প্রচেষ্টায় অন্যান্য ৯টি বস্ত্রকলের সাথে ২০০১ সালে শ্রমিকদের মালিকানায় ন্যস্ত হয় এবং স্বচ্ছ নির্বাচনের মাধ্যমে আমি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হই। অদ্যাবধি আমি উক্ত পদে বহাল আছি। উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর এজিএম অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে নিরীক্ষিত হিসাব উপস্থাপন করা হয়। পর্যাপ্ত ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের অভাবে মিলটিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রুপান্তরিত করা যায়নি। তবে এর কোনো সম্পদ লুটপাট হয়নি। প্রতিবেদনে ভাড়ার কথা বলা হয়েছে। ভাড়ার টাকা কোম্পানির হিসাবে জমা হয় এবং কোম্পানির কাজে ব্যয় হয়। মতিমহল সম্পর্কে প্রতিবেদনে উল্লেখিত বর্ণনা সম্পূর্ণ মনগড়া। তাছাড়া আমি টঙ্গীতেই বাস করি, উত্তরায় নয়। আরিচপুরে কথিত ৩টি ১২ তলা ভবনের ১টিতে আমার ২ কক্ষ বিশিষ্ট একটি মাত্র ফ্ল্যাট আছে যা এখনো নির্মাণাধীন। কোনাবাড়িতে আমার ১৩০ কাঠা জমি থাকার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

নিউ অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলস লিঃ একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কোনো রাজনৈতিক সংগঠন নয়। এতে জনাব সালাহ উদ্দিন সরকার যেমন উপদেষ্টা হিসেবে আছেন তেমনি মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ আহসান রাসেল প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে আছেন এবং দীর্ঘ দিন থেকে জনাব আবুল হাসেম কোম্পানির পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবে আছেন।

আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই আমি টঙ্গী শিল্পাঞ্চলে কোনো সন্ত্রাসী বাহিনী লালন করি না এবং চাঁদাবাজি, জুট ব্যবসা ইত্যাদির সাথে জড়িত না। নিউ অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর ডাইং শাখা আমার ছেলেকে ভাড়া দেওয়ার কথা দেওয়া হয়েছে। একজন সৎ শ্রমিক নেতা হিসেবে টঙ্গী শিল্পাঞ্চলে আমার সুনাম ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য একটি কুচক্রী মহল মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করে আপনার পত্রিকায় প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। আমি এই অসত্য ও মানহানিকর প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছি।"

দৈনিক কালের কণ্ঠ অভিযোগকারীর ২৯/১০/২০১৯ তারিখের প্রতিবাদ তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ না করায় এবং দ্রুত একটি প্রতিবাদলিপি সংবাদপত্রে প্রকাশের আবশ্যকতা থাকায় ৩০/১০/২০১৯ "দৈনিক যুগান্তরে" প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ শিরোনামের একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন যা নিম্নরুপ:

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদঃ

"আমি মোঃ মতিউর রহমান বি, কম, সদস্য জাতীয় শ্রমিকলীগ, টঙ্গী আঞ্চলিক কমিটি। গত ২৮/১০/২০১৯ ইং তারিখে রোজ সোমবার বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকার ১ম(প্রথম) পৃষ্ঠায় ২য় (দ্বিতীয়) কলামে "টঙ্গীর শ্রমিক লীগ নেতা মতির এত সম্পদ সংবাদ শিরোনামে" আমার বিরুদ্ধে একটি সংবাদ ছাপা হয়েছে। একটি কুচক্রী মহল আমার বিরুদ্ধে সংবাদটি ছাপিয়েছে। যাহা সম্পূর্ন মিথ্যা, ভূয়া, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। আমি এই অসত্য সংবাদের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। মোঃ মতিউর রহমান বি, কম, সদস্য, জাতীয় শ্রমিক লীগ, টঙ্গী আঞ্চলিক কমিটি।"

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, কালের কণ্ঠ প্রতিবাদ লিপিটি সম্পূর্ণরুপে প্রকাশ না করে খণ্ডিতভাবে সামান্য কিছু অংশ নিজেদের মত করে উক্ত পত্রিকায় ০১/১১/২০১৯ সংখ্যায় "সংবাদের প্রতিবাদ প্রতিবেদকের বক্তব্য" শিরোনামে প্রকাশ করে যেখানে প্রতিবাদের প্রকাশিত অংশের চেয়ে প্রতিবেদকের বক্তব্যের পরিসর অনেক বড় যা নিম্নরুপঃ-

সংবাদের প্রতিবাদ প্রতিবেদকের বক্তব্যঃ

"টঙ্গীর শ্রমিক লীগ নেতা মতির এত সম্পদ!' শিরোনামে গত ২৮ অক্টোবর কালের কণ্ঠে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন মোঃ মতিউর রহমান বি, কম। প্রতিবাদলিপিতে তিনি উল্লেখ করেন, প্রকাশিত প্রতিবেদনে বিলাসবহুল গাড়ি, অট্টালিকা, ভূ-সম্পদের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা মনগড়া। তার কোনো সন্ত্রাসী বাহিনী নেই, বিসিক শিল্প নগরীতে কোনো শিল্পপতির কাছ থেকে তিনি চাঁদাও দাবি করেন না। আর তিনি দরিদ্র পরিবারের সন্তানও ছিলেন না। পৈত্রিক জায়গাতেই ভবন তুলেছেন তিনি।"

***"প্রতিবেদকের বক্তব্যঃ** প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, টঙ্গীতে মতিমহল নামে তার দুটি অট্টালিকা রয়েছে। প্রতিবাদলিপিতেও তিনি উল্লেখ করেছেন মতিমহল নামে তার দুটি বাড়ি রয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লিখিত ১২ তলা ভবন সম্পর্কে তিনি বলেছেন ওই ১২ তলা ভবনে তার মাত্র দুটি ফ্ল্যাট রয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল শ্রমিক লীগ নেতা মতিউর রহমান ওরফে বিকম মতি নিউ অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলের এমডি হলেও প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা করা হয়েছে একাদশ সংসদ নির্বাচনে বিএনপিদলীয় প্রার্থী সালাউদ্দিন সরকারকে এবং পরিচালনা পরিষদে রাখা হয়েছে বিএনপি দলীয় শ্রমিক নেতা আবুল হাসেমকে। প্রতিবাদলিপিতে তিনি স্বীকার করেছেন তাদেরকে কমিটিতে রাখা হয়েছে অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলটি রাজনৈতিক সংগঠন নয় এ বিবেচনা থেকে।*

তিনি নিবেদন করেন যে, কালের কণ্ঠ ২৮/১০/২০১৯ তারিখে প্রকাশিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, অতিরঞ্জিত বিভিন্ন তথ্য প্রচার করেন। ফলে অভিযোগকারী আশা করেছিলেন যে কালের কণ্ঠ অভিযোগকারীর বক্তব্য সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করবে। কেননা কালের কণ্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদনে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে পরিবেশিত মানহানিকর বক্তব্যের বহুলাংশই ছিল বিদ্বেষপ্রসূত, বাস্তব তথ্যের পরিপন্থি। স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক অভিযোগকারীর ভাবমূর্তি নষ্ট এবং শ্রমিক রাজনীতিক এর ক্যারিয়ার নষ্ট করার উদ্দেশ্যে

প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। একটি বহুল প্রচারিত দৈনিক হিসেবে কালের কণ্ঠের উচিত ছিল কোনো কাট-ছাট না করে সম্পূর্ণ প্রতিবাদলিপিটি প্রকাশ করা যাতে অভিযোগকারী সম্পর্কে জনমনে সৃষ্ট ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তি অপনোদন হয়। কিন্তু কালের কণ্ঠ উক্ত প্রতিবাদলিপি প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশের পরিবর্তে দায়সারাভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে ১৮তম পৃষ্ঠায় প্রতিবেদকের অসত্য ও আপত্তিকর বক্তব্যসহ প্রকাশ করে।

প্রতিবেদক তার বক্তব্যে বলেছেন অভিযোগকারী প্রতিবেদনে উল্লেখিত ১২ তলা ভবনে তার মাত্র ২টি ফ্ল্যাট রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, অথচ প্রতিবাদলিপিতে উক্ত ১২ তলা ভবনে অভিযোগকারীর ২ কক্ষ বিশিষ্ট ১টি মাত্র ফ্ল্যাট রয়েছে বলে উল্লেখ আছে। প্রতিবেদকের বক্তব্য আরো বলা হয়েছে যে অভিযোগকারী স্বীকার করেছেন যে, একাদশ সংসদ নির্বাচনে বিএনপির দলীয় প্রার্থী জনাব সালাউদ্দিন সরকারকে উপদেষ্টা এবং বিএনপি দলীয় শ্রমিক নেতা আব্দুল হাসেমকে পরিচালনা পরিষদে রাখা হয়েছে। প্রতিবাদলিপিতে আরো উল্লেখ করা হয়েছিল যে মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে আছেন যা প্রতিবেদক ইচ্ছাকৃতভাবে তার বক্তব্যে উল্লেখ করেননি। তিনি বলেন পক্ষান্তরে, জনাব আবুল হাসেম প্রতিষ্ঠানের একজন শেয়ারহোল্ডার হিসেবে পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তাকে রাজনৈতিক বিবেচনায় চেয়ারম্যান করা হয়নি। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিবেদক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বিদ্বেষপ্রসূতভাবে অভিযোগকারীর সামাজিক মান মর্যাদা ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় যাচাই বাছাই ছাড়া মিথ্যা তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদনটি তৈরী করেছেন এবং অন্যান্য প্রতিপক্ষগণ প্রতিবেদনটির তথ্য উপাত্ত যাচাই বাছাই না করে বহুল প্রচারিত কালের কণ্ঠে প্রকাশ করে অভিযোগকারীর দীর্ঘ ৪৫ বৎসরে উপার্জিত সুনাম ও ভাবমূর্তি ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছেন যা সাংবাদিকতার নীতির পরিপন্থী ও অনভিপ্রেত।

ফরিয়াদি তাঁর বক্তব্যে নিবেদন করেন যে প্রকাশিত প্রতিবেদন তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। তিনি দাবি করেন যে, প্রচারিত প্রতিবেদনের বহুলাংশই তাকে আঘাত করেছে।

এ আপত্তিজনক প্রতিবেদন ছাপানোর বিরুদ্ধে সম্পাদক মহোদয়ের কাছে তিনি প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন। কিন্তু সম্পাদক তাঁর প্রতিবাদ আংশিক আকারে ছেপেছেন। তাতে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হয়ে বরং প্রকোপিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে ২৮/১০/২০১৯ তারিখে কালের কণ্ঠে প্রথম ও সপ্তম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মানহানিকর প্রতিবেদন প্রকাশ এবং তৎপ্রেক্ষিতে প্রেরিত ফরিয়াদির প্রতিবাদলিপি ০১/১২/২০১৯ তারিখের সংখ্যায় ১৮ তম পৃষ্ঠায় গুরুত্বহীন ও খণ্ডিতভাবে প্রকাশ তৎসহ প্রতিবেদনে অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশের জন্য প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২ ধারার আলোকে প্রতিকার পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছে।

প্রতিপক্ষের জবাবঃ

প্রতিপক্ষগণ জবাব দাখিল করে নিবেদন করেন যে, যেহেতু প্রতিপক্ষ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বাংলাদেশের স্থানীয় নাগরিক ও দেশের বিশিষ্ট নাগরিক।

যেহেতু, ১ নম্বর প্রতিপক্ষ জনাব ইমদাদুল হক মিলন ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও বিশিষ্ট লেখক। তাঁর অনেক খ্যাতি রয়েছে। তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বটে। তিনি দৈনিক কালের কণ্ঠের সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ২ নম্বর প্রতিপক্ষ জনাব মোস্তফা কামাল একজন বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক। বিভিন্ন পুরস্কারে তিনি ভূষিত। তিনিও দীর্ঘদিন ধরে দৈনিক কালের কণ্ঠে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে এখন তিনি ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। ৩ নম্বর প্রতিপক্ষ জনাব লায়েকুজ্জামান দৈনিক কালের কণ্ঠের সিনিয়র রিপোর্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রতিপক্ষগণ আরও নিবেদন করেন যে, যেহেতু দৈনিক কালের কণ্ঠ মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তির একটি দৈনিক পত্রিকা। দৈনিক কালের কণ্ঠ সমাজের নানা অনাচার, অবিচার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে সম্পূর্ণ সত্য তুলে ধরছে। দৈনিক কালের কণ্ঠের শ্লোগান হলো 'আংশিক নয়, সম্পূর্ণ সত্য'। সত্য ঘটনা তুলে ধরার নীতিতে কালের কণ্ঠ সব সময় বিশ্বাসী।

যেহেতু দৈনিক কালের কণ্ঠ তথা প্রতিপক্ষদের হয়রানি করার মানসিকতা নিয়ে অত্র মামলা দায়ের করা হয়েছে।

যেহেতু ফরিয়াদি অত্র মামলায় যে সব অভিযোগ করেছেন তা সত্য নয়। তিনি কালের কণ্ঠকে হয়রানি করার জন্য এই মামলা দায়ের করেছেন।

যেহেতু গত ২৮.১০.২০১৯ তারিখে দৈনিক কালের কণ্ঠে প্রকাশিত 'টঙ্গীর শ্রমিক লীগ নেতা মতির এত সম্পদ' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রতিবেদনটি তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এবং সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করে তৈরি করা হয়েছে। এমনকি ফরিয়াদির বক্তব্যও ছাপা হয়েছে প্রতিবেদনে। ওই প্রতিবেদনটিতে কালের কণ্ঠের নিজস্ব কোনো বক্তব্য নেই। কালের কণ্ঠের অনুসন্ধানে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তারই বর্ণনা রয়েছে প্রতিবেদনে।

যেহেতু প্রতিবেদন ছাপা হওয়ার পর প্রতিপক্ষ একটি প্রতিবাদ পাঠান তাও ছাপা হয় গত ০১.১১.২০১৯ তারিখে দৈনিক কালের কণ্ঠে। সুতরাং ফরিয়াদিকে হেয় প্রতিপন্ন করার যে অভিযোগ করা হয়েছে মামলায় তা সত্য নয়।

যেহেতু প্রতিবেদনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল একজন শ্রমিক নেতার এত সম্পদ কি ভাবে হয়, তিনি আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন শ্রমিক লীগের নেতা হয়েও অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিল পরিচালনায় বিএনপি নেতাদের রেখেছেন, টঙ্গীর হাসান সরকারের হাত ধরে তাঁর রাজনৈতিক উত্থান, তিনি অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলের কোনো দায়দেনা পরিশোধ করেননি ও টেক্সটাইল মিলের যন্ত্রপাতি ব্যবহারঅযোগ্য হয়ে পড়েছে।

জনাব মতিউর রহমান বিকম টঙ্গীর আরিচপুর এলাকায় একটি ৮ তলা, একটি চারতলা ভবনের মালিক এবং একটি ১২ তলা ভবনে ২টি ফ্ল্যাট রয়েছে তাঁর বলে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। মামলায় জনাব মতিউর রহমান স্বীকার করেছেন টঙ্গীর আরিচপুরে তাঁর একটি ৭ তলা ও একটি ৪ তলা ভবন রয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনের সত্যতা তিনি নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন। অপর ১২ তলা নির্মাণাধীন ভবন সম্পর্কে তিনি দাবি করেছেন ওই ভবনে তার মাত্র ২ কক্ষ বিশিষ্ট একটি ফ্ল্যাট রয়েছে। ওই নির্মাণাধীন ভবনটির গায়ে সাটানো একটি বোর্ডে দেখা যায়, ওই ভবনটি নির্মাণ কাজ পরিচালনা করার অন্যতম প্রধান তিনি। যার ছবি কালের কণ্ঠের কাছে রয়েছে। কালের কণ্ঠে প্রতিবেদন প্রকাশের পর জনাব মতিউর রহমান ১২ তলা ভবনের সামনে টাঙ্গানো তার নামযুক্ত বোর্ডটি সরিয়ে উক্তস্থানে অন্য একটি বোর্ড টাঙ্গিয়ে রেখেছেন। এটা সত্য গোপনের শামিল। দুটি ছবিই কালের কণ্ঠের কাছে আছে যা শুনানির সময় উপস্থাপন করা হবে।

এক পক্ষগণ তাঁদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, জনাব মতিউর রহমান বিকম স্বাধীনতার পর সরকারিকরণ হওয়া টঙ্গীর বিসিক শিল্প নগরীতে অবস্থিত 'অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিল' এর শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ও সিবিএ প্রধান ছিলেন। বাংলাদেশের আইন অনুসারে কোনো কর্মকর্তা শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন না, সে হিসেবে জনাব মতিউর রহমানও কর্মকর্তা ছিলেন না, একজন শ্রমিক ছিলেন। আরিচপুরে জনাব মতিউর রহমানের ৭ তলা ও ৪তলা ২টি ভবনের বাজার মুল্য কম করে হলেও ২০ কোটি টাকা। এছাড়া তিনি ১২ তলা ভবনের ২ কক্ষ বিশিষ্ট ১টি ফ্ল্যাটের কথা স্বীকার করলেও তার নিম্নতম মূল্য ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশে একজন শ্রমিকের পক্ষে কি করে ওই পরিমাণ সম্পদ অর্জন করা সম্ভব? তাই-ই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। জনাব মতিউর রহমান সিবিএ নেতা থাকাকালীন সময়েই অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলটি ব্যাপক লোকসানের কবলে পড়ে শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়, পরবর্তীতে শ্রমিকদের কথা বিবেচনা করে সরকার মিলটি শ্রমিক মালিকানায় হস্তান্তর করে। দেশের সকল বিবেকবান মানুষের জানা রয়েছে কীভাবে আমাদের দেশের সরকারি কলকারখানাগুলো লুটপাটের কবলে পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে। অপরদিকে ওই সকল কারখানায় কর্মরত শ্রমিক নেতা ও প্রভাবশালী কর্মকর্তারা ফুলেফেপে বিত্তবান হয়ে গেছে।

কালের কণ্ঠের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, জনাব মতিউর রহমান আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন জাতীয় শ্রমিক লীগের নেতা অথচ তিনি অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিল পরিচালনা কমিটিতে বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন সরকার ও আবুল হাসেমকে রেখেছেন। জনাব মতিউর রহমানও প্রতিবাদলিপিতে স্বীকার করেছেন বিএনপি নেতাদের পরিচালনা কমিটিতে রাখা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেছেন, আওয়ামী লীগের মন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেলকেও পরিচালনা কমিটিতে রাখা হয়েছে। প্রতিবেদনে জাহিদ আহসান রাসেলের কথা উল্লেখ করা হয়নি এটাকে তিনি উদ্দেশ্যমূলক হিসেবে আখ্যায়িত করছেন। এখানে প্রতিবেদনের প্রতিপাদ্য ছিলো বিএনপি নেতাদের রাখার বিষয়ে

সে কারণে জাহিদ আহসান রাসেলের বিষয়টি প্রাসঙ্গিক ছিলো না প্রতিবেদনে তাঁর বিষয় উল্লেখ করা হয়নি।

প্রতিবেদনে বলা হয় টঙ্গীর হাসান সরকারের হাত ধরেই তাঁর রাজনৈতিক উত্থান। বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেছেন। টঙ্গীর সাধারণ মানুষ সবাই বিষয়টি জানে এবং হাসান সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ বলেই তিনি হাসান সরকারের ভাই সালাউদ্দিন সরকারকে পরিচালনা কমিটিতে রেখেছেন।
কালের কণ্ঠের প্রতিবেদনে বলা হয় অলিম্পিয়া মিলটি শ্রমিক মালিকানায় দেয়ার পর সরকারকে যে পাওনা পরিশোধ করার কথা এমডি হওয়ার পর জনাব মতিউর রহমান সে পাওনা পরিশোধ করেননি। কালের কণ্ঠের কাছে দেওয়া বক্তব্য এবং প্রেরিত প্রতিবাদ লিপিতেও তিনি স্বীকার করেছেন সরকারি কোনো পাওনা তিনি পরিশোধ করেননি। কালের কণ্ঠের প্রতিপাদ্য তিনিই স্বীকার করে নিয়েছেন।

কালের কণ্ঠের প্রতিবেদনে বলা হয় মিলটির যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। টঙ্গীর বিসিক শিল্প নগরীতে ওই মিলটির স্থাপন করা হয় পাকিস্তান আমলের মধ্যভাগে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশ সরকার মিলটি জাতীয়করণ করে। কিছুদিন চলার পর অব্যহত লোকসানের কারণে শ্রমিক বেতন পরিশোধে ব্যর্থ হলে সরকার মিলটি বন্ধ রাখে। পরবর্তীতে ২০০১ সালে সরকার মিলটি শ্রমিক মালিকানায় হস্তান্তর করে। তবে হস্তান্তর করা হলেও মিলটি চালু করা সম্ভব হয়নি। কিছুদিন খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলার পর পুনরায় ২০০৫ সালে আবার বন্ধ হয়ে যায়। এরপর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে গুদাম হিসেবে মিলের কিছু অংশ ভাড়া দেওয়া হয়। সর্বশেষ ২৫ বছর ধরে মিলটি বন্ধ থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবেই যন্ত্রপাতি ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বিষয়টি তদন্তে পাঠালে সত্যতা মিলবে বলে দৈনিক কালের কণ্ঠ দাবি করে। অনেক যন্ত্রপাতি বিক্রিও করা হয়েছে। যার প্রমাণও পাওয়া যাবে।

দৈনিক কালের কণ্ঠের প্রতিবেদনটি তৈরির সময়ে সংবাদপত্রের যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে জনাব মতিউর রহমানের বক্তব্য নেওয়া হয় এবং তার বক্তব্যসহ প্রতিবেদন কালের কণ্ঠে প্রকাশ করা হয়। কাউকে হেয় করার উদ্দেশ্যে প্রতিবেদনটি তৈরি ও প্রকাশ করা হয়নি শুধু মাত্র এক সময়ের একজন শ্রমিক ও পরে শ্রমিক ও সিবিএ নেতার সম্পদের বিষয়টি তুলে ধরে সমাজচিত্র প্রকাশের জন্যই প্রতিবেদনটি তৈরি ও প্রকাশ করা হয়। মামলার অভিযোগ বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে কালের কণ্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রধান প্রতিপাদ্যগুলোর সিংহভাগই তিনি প্রতিবাদলিপি ও আপনার দপ্তরে জমা দেয়া অভিযোগপত্রে স্বীকার করে নিয়েছেন। ফরিয়াদি অভিযোগ খারিজ করে প্রতিপক্ষগণকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়ার আবেদন করেছেন।

ফরিয়াদির প্রতিউত্তরঃ

ফরিয়াদি নিবেদন করেন যে ফরিয়াদি দৈনিক কালের কণ্ঠের ২৮/০২/২০১৯ তারিখের সংখ্যায় ১ম ও ৭ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ‘‘টঙ্গীর শ্রমিক লীগ নেতা মতিউরের এত সম্পদ” শিরোনামের সংবাদের মাধ্যমে আপত্তিজনক, অসত্য/কাল্পনিক এবং বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করায় প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করে অত্র মামলা আনয়ন করেন।
প্রতিপক্ষগণ যে জবাব দাখিল করেছেন তা সঠিক তথ্যভিত্তিক নয় বরং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অতিরিক্ত এবং ফরিয়াদির জন্য মূল প্রতিবেদনের মতই আপত্তিজনক এবং মানহানিকর।
প্রতিপক্ষের জবাবের ১ ও ২ নং দফায় বলা হয়েছে যে, প্রতিপক্ষগণ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, দেশের বিশিষ্ট নাগরিক এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে খ্যাতির অধিকারী কিন্তু তাদের পত্রিকায় প্রতিপক্ষের রিপোর্টে যে মানহানিকর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তার জন্য প্রতিপক্ষগণ কোনো অনুশোচনা প্রকাশ না করে তাদের মিথ্যা প্রতিবেদনের পক্ষে সাফাই করেছেন। এই আচরণ দেশের কোনো বিশিষ্ট নাগরিক এবং দেশের কোনো খ্যাতিমান লেখক এবং সাংবাদিকদের নিকট থেকে প্রত্যাশিত নয়।

ফরিয়াদি তাঁর প্রতিউত্তরে উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষের জবাবের ৪-১৫ দফায় বিভিন্ন বক্তব্য যথাঃ ফরিয়াদি দৈনিক কালের কণ্ঠ তথা প্রতিপক্ষগণকে হয়রানি করার মানসিকতা নিয়ে অত্র মামলা দায়ের করেছেন বা মামলায় যেসব অভিযোগ করেছেন তা সত্য নয় বা নালিশি প্রতিবেদনটি তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে ফরিয়াদি স্বীকার করেছেন যে, টঙ্গীর অরিচপুরে তাঁর একটি ৭তলা ও একটি ৪তলা ভবন রয়েছে বা অপর ১২তলা নির্মাণাধীন ভবনে তার মাত্র দুই কক্ষ বিশিষ্ট একটি ফ্ল্যাট আছে। এই নির্মাণাধীন ভবনের গায়ে সাটানো বোর্ডে দেখা যায় উহার নির্মাণ কাজে অন্যতম প্রধান বা দৈনিক কালের কণ্ঠ প্রকাশের পর জনাব মতিউর রহমান ১২তলা ভবনে টাঙ্গানো তাঁর নামযুক্ত বোর্ড সরিয়ে অন্য একটি বোর্ড টাঙ্গিয়ে রেখেছেন বা বাংলাদেশের আইন অনুসারে কোনো কর্মকর্তা শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন না সেই হিসেবে জনাব মতিউর রহমান কর্মকর্তা নয়, একজন শ্রমিক ছিলেন। জনাব মতিউর রহমানের ৪তলা ও ৭তলা ভবনের বর্তমান বাজার মূল্য কম করে হলেও ২০ কোটি টাকা বা তিনি ১২তলা ভবনে ২টি কক্ষ বিশিষ্ট ফ্ল্যাটের কথা স্বীকার করলে তার নিম্নতম মূল্য ৩০-৪০ লক্ষ টাকা বা মতিউর রহমান সিবিএ নেতা থাকাকালীন সময়ে অলিম্পিয়া টেক্সটাইল লিঃ ব্যাপক লোকশানের কবলে পড়ে শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায় বা আওয়ামী লীগের মন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেলকেও পরিচালনা কমিটিতে রাখার বিষয়টি প্রাসঙ্গিক ছিলনা। কেননা বিএনপি নেতাদের রাখার বিষয়টি প্রতিবেদনের প্রতিপাদ্য ছিল বা টঙ্গীর হাসান সরকারের হাত ধরে তার রাজনৈতিক উত্থান এবং তার কাছে কৃতজ্ঞ বলেই তিনি হাসান সরকারের ভাই সালাউদ্দিন সরকারকে পরিচালনা কমিটিতে রাখা হয়েছে বা এমডি হওয়ার পর জনাব মতিউর রহমান তার স্বীকৃত মতে সরকারি কোনো পাওনা পরিশোধ করেননি বা মিলের অনেক সম্পত্তি বিক্রি করা হয়েছে ইত্যাদি বক্তব্য সম্যক মিথ্যা, ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং কাল্পনিক বিধায় ফরিয়াদি কর্তৃক দৃঢ়তার সাথে অস্বীকৃত হলো।

প্রতিপক্ষগণ দাবি করেছেন যে, নালিশি প্রতিবেদনটি তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে তৈরি করা হয়েছে। প্রতিপক্ষদের এই দাবি সঠিক নয়। তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে প্রতিবেদনটি তৈরি করার বক্তব্য সম্পূর্ণ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন, কেননা কোনো তথ্য প্রমাণ ছাড়াই তারা ফরিয়াদি আওয়ামীলীগের অংগসংগঠন জাতীয় শ্রমিকলীগের আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া বিসিক এলাকায় ফরিয়াদির নিজস্ব সন্ত্রাসী বাহিনী দাবড়ে বেড়ানো এবং তাদের কাছে শিল্প মালিকদের জিম্মি হওয়ার অভিযোগও সম্পূর্ণ কাল্পনিক। তিনি কোন শিল্প মালিককে টাকা চেয়ে ফোন দিয়েছেন বা কারখানার ওয়েস্টেজগুলো তার ছেলেদের দিতে বলেছেন এমন কোনো প্রমাণ দৈনিক কালের কণ্ঠের কাছে নেই বা তারা দিতে পারবেন না। কাজেই প্রতিবেদনের অধিকাংশ বক্তব্যই কালের কণ্ঠের তথ্য প্রতিপক্ষদের আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রচিত নিজস্ব বক্তব্য। এতে সত্যের লেশমাত্র নেই।

২০০০ সনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলস্ লি: সহ ৯টি রাষ্ট্রায়ত্ব টেক্সটাইল মিলস্ শ্রমিকদের মালিকানায় ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই সময় অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলের সিবিএ নেতা হিসেবে অন্যান্য মিলের সিবিএ নেতাদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে মিলগুলি শ্রমিকদের মালিকানায় হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ সামনের কাতারে থেকে নেতৃত্ব দেন। এ বিষয়ে যারা অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন তাদের পুরোধা ছিলেন জাতীয় শ্রমিক লীগের কার্যনির্বাহী সভাপতি জনাব আহছান উল্লাহ মাস্টার এমপি জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদলের সহ সভাপতি জনাব সালাউদ্দিন সরকার প্রমুখ ও আরো অনেকেই। মিলগুলি শ্রমিকদের অনুকূলে হস্তান্তরের সময় তাদের আস্থাভাজন শ্রমিক নেতা/শেয়ার সদস্যদের সমন্বয়ে অন্যান্য হস্তান্তরিত কোম্পানির মত নিউ অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলস্ লি: এর পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হয় এবং ফরিয়াদি ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পান। অন্যদিকে জনাব আব্দুল মালেক ভূঁইয়া চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পান। সরকার মিলের যে সব সম্পত্তি নতুন ব্যবস্থাপনার কাছে হস্তান্তর করেন তার কোনোটিই বিক্রয়, হস্তান্তর বা বেহাত হয় নাই। তবে সরকার কর্তৃক মিলের সম্পত্তি রেজিস্ট্রি দলিলমূলে হস্তান্তর না হওয়ায় ব্যাংক থেকে চলতি মূলধন নিয়ে পূর্ণমাত্রায় মিলটি চালু করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু সব সময় সাধ্যমত আংশিক উৎপাদন অব্যাহত ছিলো। কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতনভাতা পরিশোধের জন্য

কিছু গোডাউন ভাড়া দেয়া হয়। নিউ অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলস্ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রকাশ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে ফরিয়াদি ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পুন:নির্বাচিত হয়ে আসছেন। দৈনিক কালের কণ্ঠ নিউ অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলস লি: এর নিবন্ধন এবং সরকার কর্তৃক উহার অনুকূলে মিল হস্তান্তর সম্পর্কে না জেনে না শুনে কেবল ফরিয়াদিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য নালিশি প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

ফরিয়াদি আরও নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষগণ প্রতিবেদনে প্রকাশিত ফরিয়াদির বিরুদ্ধে আনীত অনেকগুলো অভিযোগের কোনো জবাব না দিয়ে তা এড়িয়ে গেছেন। যেমন প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ফরিয়াদি আওয়ামী লীগের অংগ সংগঠন জাতীয় শ্রমিক লীগের বিভাগীয় আঞ্চলিক কমিটির সভাপতির পদ বাগিয়ে নেন। বিষয়টি সম্পূর্ণ অসত্য। প্রতিপক্ষগণ তাদের জবাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। বাদী ১২ তলা ভবনের জমির মালিক নন বরং তিনি ২ কক্ষ বিশিষ্ট একটি ফ্ল্যাটের ক্রেতা। উক্ত ভবনের ডেভেলপার প্রচারণার কাজে ফরিয়াদির পরিচিতিকে ব্যবহারকল্পে নির্মাণাধীন ভবনের গায়ে ফরিয়াদির নাম সম্বলিত সাইন বোর্ড লাগায়। পরবর্তীকালে তা ফরিয়াদির নজরে আসলে তিনি সাইনবোর্ডটি সরিয়ে ফেলেন।

প্রতিবেদনে জনাব মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে চাঁদা চেয়ে টেলিফোন তথা চাঁদাবাজি, ৫০ জনের একটি সন্ত্রাসী বাহিনী পোষা এবং তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ছিনতাই ইত্যাদির অভিযোগ আনা হয়। যদিও প্রতিপক্ষগণের জবাবে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। যাতে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত প্রতিবেদন ছিল মিথ্যা এবং ফরিয়াদির মানহানির জন্য উদ্দেশ্যেপ্রণোদিতভাবে প্রকাশিত। প্রতিবেদনে ফরিয়াদির ছেলেকে জড়িয়ে কিছু কাল্পনিক তথ্য পরিবেশিত হয় যার পক্ষে প্রতিপক্ষরা আত্মপক্ষ সমর্থন করে বা ব্যাখ্যামূলক কোন বক্তব্য দেননি।

প্রতিবেদনে নিউ অলিম্পিয়া টেক্সটাইলস মিলের পরিচালনা কমিটিতে বিএনপি নেতাদের অন্তর্ভুক্তকরণ প্রশ্নবিদ্ধ করে রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, যা সৎ সংবাদিকতার নীতি হতে পারেনা। কোম্পানি ২০০১ সনে কোম্পানির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শেয়ার সদস্যদের ঐকমত্য ও সমঝোতার ভিত্তিতে শুরুতে প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন টঙ্গীর অবিসংবাদিত শ্রমিক নেতা সাবেক এমপি আহসান উল্লাহ মাস্টার এবং তখন থেকে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের অন্যতম শীর্ষ নেতা হিসেবে সালাহউদ্দিন সরকার কোম্পানির একজন উপদেষ্টা। বর্তমানের মাননীয় ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ আহসান রাসেল এমপি কোম্পানির প্রধান উপদেষ্টা। এ বিষয়ে সরকার বা শ্রমিকদের তরফ থেকে কখনও কোনো প্রশ্ন উঠেনি। দৈনিক কালের কণ্ঠ ফরিয়াদিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য পরিচালনা কমিটিতে বিএনপি নেতাদের রাখার বিষয়ে অযাচিত প্রশ্ন তুলেছেন। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব আবুল হাসেম বিএনপির রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। তিবে তিনি কোম্পানির একজন শেয়ার সদস্য। তিনি পরিচালনা পর্ষদের দ্বিতীয় মেয়াদ থেকেই সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং বর্তমানে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের একজন নির্বাচিত কাউন্সিলর। কোম্পানির যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেলের সুপরামর্শে সকলে মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেন। তাছাড়া কোনো কোম্পানিতে বিএনপি নেতাদের রাখা যাবে না এমন কোনো আইন দেশে প্রচলিত নেই। এনিয়ে বিবাদিদের মাথাব্যাথার কারণ বোধগম্য নয়।

জবাবের মাধ্যমে প্রতিপক্ষগণ আবারও ফরিয়াদির বাড়ি ঘর, সহায় সম্পত্তি নিয়ে কাল্পনিক তথ্য দিয়েছেন এবং আরিচপুরে ৭তলা ও ৪ তলা ২টি ভবনের বাজার মূল্য ন্যূনতম ২০ কোটি টাকা বলে উল্লেখ করেছেন, যা অসত্য। প্রকৃতপক্ষে ফরিয়াদি একযুগ আগে ক্রয় করা একটি গাড়ির মালিক তা ছাড়া তার আর কোনো গাড়ি নেই। ফরিয়াদির দুইটি মাত্র বাড়ি রয়েছে, যা পৈত্রিক সম্পত্তির উপর নির্মিত। এর একটি হলো ৪ তলা মতিমহল নামীয় ভবন ও অপরটি ৭ তলা ভবন যা বাড়ির আয়কর

নথিতে প্রদর্শিত আছে। এ সব বিষয় নিয়ে কোনো ভুলতথ্য দেননি। বরং কালের কণ্ঠ ইনিয়ে বিনিয়ে বাদির নামে বেনামে বিপুল ভূসম্পত্তির অধিকারী বলে প্রচারের পাশাপাশি তাকে জ্বলন্ত ত্রাসের নামে সন্ত্রাসী অভিদায় মানহানিকর পরিচয়ে ভূষিত করেছে। প্রতিবেদনে ফরিয়াদি সম্পর্কে এহেন প্রচারণা যেমন মিলটি লুটপাট করে খাচ্ছেন বিকম মতি বা তার রয়েছে বিশাল সন্ত্রাসী বাহিনী বা টঙ্গীর বিসিক শিল্প নগরী জুট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ। শ্রমিক অসন্তোষ বাধিয়ে মালিকদের কাছ থেকে সুবিধা নেয়া, শিল্প মালিক সমিতি দখল, চাঁদাবাজি সব কিছু বিকম মতির নিয়ন্ত্রণে ইত্যাদি পুরোটাই কালের কণ্ঠের হীন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত জঘন্য প্রচারণা। প্রতিপক্ষরা তাদের জবাবে এসব বিষয়াদি সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে গেছেন। এভাবে একজন স্বচ্ছ ইমেজের শ্রমিক নেতাকে চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী ও অভিধায় ভূষিত করে মানহানির পর কালের কণ্ঠ এ শ্লোগান দিতে পারে না যে ''আংশিক নয়, সম্পূর্ণ সত্য" বরং তাদের জন্য প্রযোজ্য শ্লোগান হতে পারে "সত্য নয়, জলজ্যান্ত মিথ্যা" কালের কণ্ঠের মালিক প্রতিবেদনটি পূর্বাপর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভুল তথ্য দিয়ে এবং প্রকৃত সত্যকে বিকৃত করে পত্রিকাটি ফরিয়াদির সারা জীবনের সুনামকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। এজন্য তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রতিপক্ষগণ কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় এড়াতে পারেনা। সৎসংবাদিকতায় নীতিভ্রষ্ট হওয়ার জন্য তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে।

যুক্তিতর্ক:

ফরিয়াদির বিজ্ঞ আইনজীবী তাঁর আর্জি, প্রতিউত্তর এবং প্রতিপক্ষের জবাব উপস্থাপন করেন এবং আর্জির আলোকে নিবেদন করেন যে ২৮/০২/২০১৯ তারিখে প্রকাশিত "টঙ্গীর শ্রমিক নেতা মতির এত সম্পদ" শিরোনামে সংবাদের মাধ্যমে আপত্তিজনক, অসত্য, কাল্পনিক এবং বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করে ফরিয়াদির মানহানি ঘটিয়েছেন। তিনি নিবেদন করেন যে ফরিয়াদির শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে তাঁর নামের সাথে বিকম শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তিনি বিগত ৪৫ বছর যাবত টঙ্গী শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক রাজনীতি সাথে জড়িত। তাঁর সম্পদ সম্পর্কে একটি মনগড়া বিবরণ প্রতিপক্ষগণ ছাপিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ফরিয়াদি ১২ বছর পূর্বে ক্রয় করা একটি গাড়ির মালিক এবং তাঁর আর কোনো গাড়ি নেই। ফরিয়াদি গরিব ঘরের সন্তান ছিলেন না। তাঁর পৈতৃক ভিটাতে দুইটি ভবন আছে। টঙ্গির আরিচপুরে একটি ৭তলা ও অপরটি ৪ তলা ভবন।এছাড়া ১২ তলা ভবনে তাঁর মাত্র ২(দুই) কক্ষ বিশিষ্ট একটি ফ্ল্যাট আছে যা এখনো নির্মাণাধীন। এই ১২ তলা নির্মাণাধীন ভবনের গায়ে সাটানো বোর্ডে ডেভেলপার প্রচারণার জন্য নির্মাণাধীন ভবনের গায়ে ফরিয়াদির নাম সম্বলিত বোর্ডটি লাগায়। পরবর্তীতে তাঁর নজরে আসলে তিনি সাইনবোর্ডটি সরিয়ে নিতে বলেন। এই সমস্ত সহায়-সম্পত্তি তাঁর আয়কর রিটার্নে দেখানো আছে। কোনাবাড়িতে তাঁর ১৩০ কাঠা জমি থাকার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ফরিয়াদি টঙ্গী শিল্পাঞ্চলের শিল্প মালিকদের জিম্মি করে রাখা ইত্যাদি বক্তব্য মিথ্যা, বানোয়াট এবং মুখরোচক, যার মাধ্যমে ফরিয়াদির ভাবমূর্তি নষ্ট করা হয়েছে, তাঁর শ্রমিক রাজনীতির ক্যারিয়ার নষ্ট করার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে করা হয়েছে।

বিজ্ঞ আইনজীবী আরও নিবেদন করেন যে, ফরিয়াদি শিল্পাঞ্চলে সন্ত্রাসী বাহিনী লালন-পালন করা, চাঁদাবাজি, জুট ব্যবসা ইত্যাদির সাথে জড়িত থাকা এবং মিলের জায়গা তাঁর ছেলের নিকট ভাড়া দেওয়ার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। তিনি আরও বলেন যে নিউ অলিম্পিয়া মিলস্ লিমিটেড একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কোনো রাজনৈতিক সংগঠন নয়। এখানে সালাউদ্দিন সরকার যেমন উদ্যোক্তা হিসেবে আছেন তেমনি যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ আহসান রাসেল প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে আছেন। দীর্ঘদিন থেকে আবুল হাসেম কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে আছেন এবং তাঁকে রাজনৈতিক বিবেচনায় চেয়ারম্যান করা হয়নি। মিলটি হস্তান্তর করার সময় ফরিয়াদি ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পান। তিনি আরও নিবেদন করেন যে সরকার মিলের সম্পত্তি নতুন কমিটির ব্যবস্থাপনার নিকট হস্তান্তর করে নাই যেজন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে মিলটি পূর্ণমাত্রায় চালু করা সম্ভব হয়নি। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা পরিশোধের জন্য কিছু গোডাউন ভাড়া দেওয়া হয়েছে সত্য। ফরিয়াদি বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রকাশ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে পরিচালক পদে পুন: নির্বাচিত হয়ে আসছেন।

পরিশেষে নিবেদন করেন যে কালের কণ্ঠ প্রতিবেদনটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে ভুল তথ্য দিয়ে প্রকাশ করেছে এবং এ জন্য প্রতিপক্ষগণ অভিযোগের দায় এড়াতে পারেন না। তাই বিজ্ঞ আইনজীবী প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারার আলোকে বিচার প্রার্থনা করেন।

প্রতিপক্ষের আইনজীবী ফরিয়াদির প্রতিউত্তর এবং তাদের জবাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন করেন প্রতিবেদনটি ফরিয়াদিকে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসে করা হয়নি বরং সম্পূর্ণ তথ্য উপাত্ত দিয়ে প্রতিবেদনটি পরিবেশন করা হয়েছে। সন্ত্রাসী লালন-পালন এর ব্যাপারে এবং চাঁদা দাবির ব্যাপারে শিল্প মালিকরাই অবহিত করে কিন্তু প্রতিবেদনে তাঁদের নাম উল্লেখ করা যায়নি কারণ এটা সাংবাদিকদের গোপনীয় বিষয়। ফরিয়াদির সম্পত্তির ব্যাপারে সুস্পষ্ট তথ্য দেয়া হয়েছে কিন্তু ১২ তলা ভবনে দুইটি ফ্ল্যাটের মালিক নন তিনি দাবি করেন তাঁর দুই কক্ষ বিশিষ্ট একটি ফ্ল্যাট এর মালিক বলে স্বীকার করেছেন। আর কোনাবাড়ির ১৩০ কাঠা জমির মালিকানা অস্বীকার করেছেন এবং এতে ফরিয়াদি তথ্য গোপন করেছেন বলে প্রতিবেদক মনে করেন।

তিনি নিবেদন করেন যে, জনাব মতিউর রহমান স্বীকার করেছে যে তিনি বিএনপি নেতাদেরকে পরিচালনা কমিটিতে রেখেছেন এবং প্রধান উপদেষ্টা হলো মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তবে প্রধান উপদেষ্টার কাজ কী তিনি সে কথা উল্লেখ করেননি। ফরিয়াদি বলেছেন এটা রাজনৈতিক সংগঠন নয় বরং মিল পরিচালনার বিষয়। এই কারণে পরিচালনা কমিটিতে তাদের নাম রাখায় আইনগত বাধা নেই। বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, সকলে মিলে নির্বিঘ্নে সরকারের সম্পত্তি ভোগ করার সুবিধা হয় এবং এটাই উনারা করেছেন। তবে ছেলেকে ভাড়া দেওয়ার বিষয়টি তিনি সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করেননি।

তিনি আরও নিবেদন করেন যে পরিচালনা পর্ষদ স্বীকার করেছে যে মিলটি আজ পর্যন্ত চালু করতে পারেনি তবে বিগত ২৫ বছর মিলটি বন্ধ থাকার ফলে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে এবং দেখা গেছে অনেক যন্ত্রপতি বিক্রয় করে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন জনাব মতিউর রহমান স্বীকার করেছেন যে উনারা সরকারের কোনো পাওনা পরিশোধ করতে পারেননি। তিনি আরও নিবেদন করেন যে ফরিয়াদি একজন সিবিএ নেতা এবং বর্তমানে অলিম্পিয়া মিলের পরিচালক কিন্তু তাঁর আয়ের উৎস সম্পর্কে কোনো কিছু উল্লেখ করেননি। তিনি তাঁর বাবার জমিতে ৪ তলা, ৭তলা ভবন নির্মাণ করার কথা এবং ১২ তলা ভবনে ১(এক)টি ফ্ল্যাট এর মালিক হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন তবে এই সমস্ত ভবনগুলি নির্মাণ এবং একটি ফ্ল্যাট ক্রয় করতে টাকা কোন উৎস থেকে নিয়েছেন তিনি এ বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করেননি।
বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে প্রতিবেদনের শেষাংশে ফরিয়দির মতামত নেয়া হয়েছে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেন যে প্রতিবেদক তাঁর প্রতিবেদনে ফরিয়াদি কর্তৃক সন্ত্রাসী লালন-পালনের কথা লিখেছেন এবং সন্ত্রাসীদের নামও উল্লেখ করেছেন।

এসব ব্যাপারে ফরিয়াদির মতামত নেওয়া হয়েছে এবং প্রতিবেদনে তথ্য উপাত্ত উল্লেখ করা হয়েছে। সবশেষে, তিনি নিবেদন করেন যে "দৈনিক কালের কণ্ঠের প্রতিবেদনটি তৈরির সময়ে সংবাদপত্রের যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে জনাব মতিউর রহমানের বক্তব্য নেওয়া হয় এবং তাঁর বক্তব্যসহ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এছাড়া, সংবাদপত্রের নিয়ম অনুসারে জনাব মতিউর রহমানের প্রেরিত প্রতিবাদ কালের কণ্ঠে প্রকাশ করা হয়। কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রতিবেদনটি তৈরি ও প্রকাশ করা হয়নি, শুধুমাত্র এক সময়ের একজন শ্রমিক ও সিবিএ নেতার সম্পদের বিষয়টি তুলে ধরে সমাজচিত্র প্রকাশের জন্যই প্রতিবেদনটি তৈরি ও প্রকাশ করা হয়। তিনি বলেন মামলার অভিযোগ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কালের কণ্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রধান প্রতিপাদ্যগুলি তিনি তাঁর প্রতিবাদলিপি এবং তাঁর প্রতিউত্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই ফরিয়াদির অভিযোগ খারিজ করে প্রতিপক্ষকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন।

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

ফরিয়াদির আর্জি, প্রতিউত্তর, প্রতিবাদলিপি প্রতিপক্ষের জবাব এবং প্রচারিত প্রতিবেদনটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখা হলো। পক্ষগণের বিজ্ঞ আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক বিবেচনায় নেওয়া হলো। প্রতিপক্ষের প্রতিবেদনটির প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদ পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে প্রতিবেদক তথ্য সংগ্রহ করার উৎস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপারে নাম উল্লেখ করেন নাই। তবে শিল্প মালিকদের নাম উল্লেখ করেন নাই, এ ব্যতিত সব তথ্যেরই উৎস প্রকাশ করেছেন। এমনকি সন্ত্রাসীদের নামও উল্লেখ করে তাদের জামিনে মুক্তি লাভের বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন।

বিএনপির নেতাদের সম্পৃক্ততার কথা ফরিয়াদি স্বীকার করেছেন। তবে মিল পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁদেরকে সম্পৃক্ত করার কারণ উল্লেখ করে বলেছেন যে এখানে দলীয় বিষয় জড়িত নয় বিধায় সম্পৃক্ত করেছেন।

প্রতিবেদনের শেষাংশে ফরিয়াদির বক্তব্য নেয়া হয়েছে দেখা যাচ্ছে। ফরিয়াদি তাঁর প্রতিবাদলিপিতে এবং প্রতিউত্তরে সম্পত্তির বিষয় স্বীকার করে নিয়েছেন কিন্তু কিছু ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন। ফরিয়াদি আরও স্বীকার করেছেন যে পরিচালনা পর্ষদ সরকারের দায় পরিশোধ করতে পারেনি। ফরিয়াদির ছেলেকে ভাড়া দেওয়ার বিষয়টি ফরিয়াদি অস্বীকার করলেও তা পরিষ্কার নয়। ফরিয়াদির সম্পত্তির মূল্যায়নের বিষয়ে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিবেদক এটা আন্দাজ করে করেছেন, এতে প্রতিবেদক বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করেনি। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে আরিচপুর এলাকার পাশাপাশি মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে তিনটি বার তলা ভবন। এ ব্যাপারে ফরিয়াদি তাঁর প্রতিউত্তরে এবং প্রতিপক্ষগণ তাদের জবাবে আর কোনো মন্তব্য করে নাই বলে দেখা যাচ্ছে।

এখানে ফরিয়াদির প্রতিবাদ প্রকাশের বিষয়টা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে প্রতিপক্ষ প্রতিবাদলিপির সারাংশ প্রকাশ করেছেন তবে তা আচরণবিধির আলোকে করা হয়নি। এ ব্যাপারে আচরণ বিধি হলো:

১৭। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত পক্ষ বা পক্ষসমূহের প্রতিবাদ সংবাদপত্রটিতে সমগুরুত্ব দিয়ে দ্রুত ছাপানো এবং সম্পাদক প্রতিবাদলিপির সম্পাদনা কালে এর চরিত্র পরিবর্তন না করা;

এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিবাদলিপি ছেঁপেছেন কিন্তু প্রতিবাদলিপিটি কমগুরুত্ব দিয়ে ছাঁপানো হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এখানে সাংবাদিকতার রীতিনীতি পালনে কিছুটা ব্যত্যয় ঘটেছে বলে দেখা যাচ্ছে। তবে সম্পূর্ণ প্রতিবেদনটি তথ্য উপাত্ত সহকারে প্রকাশ করা হয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে। এখানে কালের কণ্ঠ ফরিয়াদির প্রতিবেদনের অনেক বিষয়ে দ্বিমতসহ অস্বীকার করেছেন। তবে সার্বিক বিবেচনায় দেখা যাচ্ছে যে, ফরিয়াদিকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে বলে মনে হয়না। জনগণের সম্পত্তি যেনতেনভাবে ভাগাভাগির মানসিকতা নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে বলে প্রতিবেদনটিতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

প্রতিবেদনটি পরীক্ষাকালে দেখা যাচ্ছে যে ২০১৯ সালে তখনকার বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে মিলটি জনস্বার্থে পরিচালনার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এমনটি জানা যাচ্ছে না। ফরিয়াদি যদিও মিল পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন কিন্তু তিনি মিলটি লাভজনকভাবে পরিচালনা করা যায় কি না এ ব্যাপারে কোনো মতামত বা মন্তব্য দেননি। এখানে বিচারিক কমিটি লক্ষ্য করছে যে বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ মিলটি লাভজনকভাবে পরিচালনার জন্য কোনো সুপারিশ করেছেন বলে দেখা যাচ্ছে না তবে উনারা ক্ষমতাসীন দল এবং বিরোধীদলসহ পরিচালনা কমিটিতে একসাথে কাজ করছেন নিজেদের স্বার্থ রক্ষায়। বিচারিক কমিটি বিষয়গুলি বিবেচনায় নিয়ে মনে করে যে সরকার জনগণের স্বার্থে পুরো মিলটির কর্তৃত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন। বর্তমান অবস্থায় চলতে থাকলে জনগণের স্বার্থ রক্ষা হচ্ছেনা পরিষ্কার এবং ভবিষ্যতে এতবড় একটি সম্পত্তি বেহাত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

“বর্তমানে মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সম্পৃক্ত আছেন মর্মে দেখা যাচ্ছে। ফরিয়াদি তাঁর প্রতিউত্তরে উল্লেখ করেছেন যে, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার জ্ঞাতসারে কাজ করেছেন। তাই, সংবাদ প্রতিবেদনসহ এই রায়ের একটি অনুলিপি উনার নিকট প্রেরণ করে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা সমীচীন বলে বিচারিক কমিটি মনে করে।

কমিটি কাগজপত্রসহ যুক্তিতর্কগুলি বিবেচনায় নিয়ে মনে করে প্রতিবেদনটি তথ্য-উপাত্তবিহীন নয় এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে করা হয়েছে বলেও মনে করেনা। তবে, প্রতিবাতলিপিটি সংবাদপত্রটিতে কম গুরুত্ব দিয়ে ছাপানো হয়েছে বলে মনে হয় এবং এখানেই প্রতিপক্ষ আচরণবিধির ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। এতে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ এর দায় এড়াতে পারেন না।

সামগ্রিক বিবেচনায় আমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে প্রতিবেদনটি সাংবাদিকতার মূলনীতি ও বস্তুনিষ্ঠতার বাইরে নয়।
ফরিয়াদির অভিযোগ, প্রতিপক্ষের জবাব, ফরিয়াদির প্রতিউত্তর প্রকাশিত প্রতিবেদন, পক্ষগণের দাখিলি কাগজপত্র এবং আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক বিবেচনায় নিয়ে বিচারিক কমিটির বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে একমত হয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে ফরিয়াদি নিরঙ্কুশভাবে তার দাবি প্রমাণ করতে সমর্থ হননি বিধায় তিনি প্রার্থিত মতে পূর্ণাঙ্গ প্রতিকার পেতে পারেন না।

এমতাবস্থায়, প্রতিপক্ষগণকে প্রতিবাদলিপিটি আচরণবিধি অনুযায়ী সংবাদপত্রে গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ না করায় তাদেরকে সতর্ক করা হলো এবং ভবিষ্যতে প্রতিবাদলিপি সমগুরুত্ব দিয়ে ছাপানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। ১নং প্রতিপক্ষ ভবিষ্যতে প্রতিবাদলিপি প্রকাশের ক্ষেত্রে আচরণবিধি মেনে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করবেন বলে বিচারিক কমিটি প্রত্যাশা করে।

প্রতিপক্ষ এই রায়টি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে তাদের পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। রায় প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তাদের “কালের কণ্ঠ” পত্রিকায় রায়টি ছাপিয়ে একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

এই রায়ের একটি কপি মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব এর অবগতির জন্য প্রেরণ করার নির্দেশ প্রদান করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-

বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

জনাব মোজাফফর হোসেন পল্টু
সদস্য

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী
সদস্য